তাঁর প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ

(Remembering His Promise)

আদিপুস্তক ২৯ অধ্যায় ৯-২০ পদ

আপনি কি প্রশিক্ষণ *(training)* পেতে ভালোবাসেন? খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাইবেলে আমাদের যে সমস্ত আধ্যাত্মিক পিতৃপুরুষের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, ঈশ্বরের রাজ্যের কাজে ব্যবহৃত হবার জন্য, তাদের জীবনে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাঁরা একদিনে তাদের মহত্বের শীর্ষে আরোহণ করেননি। পরিবর্তে, দীর্ঘ প্রশিক্ষণের দ্বারা তাঁদের প্রস্তুত করা হয়েছে। বিশেষ করে, তাঁর প্রজাদের নেতৃত্ব দানের জন্য ঈশ্বর যাদের মনোনীত করেছিলেন, তাদের অনেককেই তিনি প্রান্তরে নির্বাসনের মাধ্যমে, লোকচক্ষুর অন্তরালে দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। ৭৫ বৎসর বয়সে **অব্রাহামকে** ঈশ্বর তাঁর পরিচর্যায় আহ্বান করেছিলেন। ঈশ্বরের প্রজাদের নেতৃত্ব দেবার আগে **মোশিকে** ৪০ বৎসর ধরে তার শ্বশুড়ের মেষপাল চড়াতে হয়েছিল। আবার, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত সিংহাসনে উপবিষ্ট হবার পূর্বে **দাউদকে** দীর্ঘকাল গৃহতাড়িত পলাতকের জীবন যাপন করতে হয়েছিল।

অন্যদিকে, একথাও হয়ত সত্য যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় যারা কম গুরুত্বের অধিকারী, তাদের জীবনে প্রশিক্ষণ বা প্রস্তুতির সময়ও ছিল কম। এই কারণেই হয়ত, আদিপুস্তকে উল্লেখিত কুলপতিদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম দীপ্যমান ইস্হাক নিঃঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করেছেন। তাঁকে জ্যেষ্ঠাধিকার নিয়ে তেমন দ্বন্দ্বের মুখে পড়তে হয়নি, যদিও তিনিও ছিলেন কনিষ্ঠ। তাঁর বিবাহের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই, অব্রাহামের দাসের বিশ্বস্ত পরিচালনায় প্রায় সোনার থালায় করে তাঁকে তাঁর স্ত্রী রিবিকাকে উপহার দেওয়া হয়েছে। ইস্হাকের জীবনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কাজ হল, তাঁর জন্ম ও (প্রায়) বলি হিসাবে উৎসর্গীকৃত হওয়া। কিন্তু এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায়ও ইস্হাকের অংশগ্রহণ সক্রিয় নয়, কিন্তু নিস্ক্রিয়। এর থেকে আমরা হয়ত এই কথা বলতে পারি যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় কম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণে, ইস্হাকের জীবনে প্রস্তুতি বা প্রশিক্ষণের সময়ও ছিল সীমিত।

কিন্তু এই কথা যাকোবের প্রতি প্রযোজ্য নয়। তাঁর জন্মের আগে থেকেই তার জীবন চিহ্নিত হয়েছে দ্বন্দ্ব ও বিবাদের মাধ্যমে। মায়ের গর্ভে থাকার সময়ও তার কাছে জীবন ছিল একটা লড়াই। আজ আমরা যে ২৯ অধ্যায় পাঠ করেছি, সেখানে যাকোব তার বিশ্বাস-জীবনে ন্যুনতম প্রস্তুতি ছাড়াই পলাতকের জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে। যাকোব সেই প্রতারণাপূর্ণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছে, যেখানে পরিবারের পিতা-মাতা নিজের প্রিয় পুত্রের প্রতি মুখাপেক্ষা করেছে। যাকোব মিথ্যা কথা বলতে ও ফন্দি আঁটতে শিখেছে। তাই, জগতের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাকোব নিজেকে যথেষ্ট পরিপক্ক জ্ঞান করেছে।

কিন্তু যে জগতে যাকোব প্রবেশ করতে চলেছে, সেখানে যাকোবের মতো লোকদের অভাব নেই। যাকোবকে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। আর সেই জগতের অন্যতম প্রতিনিধি হল যাকোবের মামা লাবন, যে ধুর্ততা ও বিবেকহীনতার দিক থেকে যাকোবের সমান প্রতিদ্বন্দী। এখানে আমরা একটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। অনেক সময় আমরা বিশ্বাসের পথকে পরিত্যাগ করতে প্রলুব্ধ হয়ে থাকি, কারণ মনে হয় বিশ্বাসের পথে কাজ হবে না। আমাদের মনে হয়, সততাই শ্রেষ্ঠ পন্থা নয়। তাই আমরা জগতের কৌশল ও জোরজুলুমের পথ বেছে নিই। কিন্তু তাতে কি প্রকৃত জয় আসে? কারণ, জগতে মামা লাবনের অভাব নেই। এমনকী, জগতের পথ অবলম্বণ করে আমরা যাকোবের ন্যায় আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করলেও করতে পারি; কিন্তু তা অন্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে শান্তি ও সংহতি আনার পরিবর্তে ঝগড়া, বিবাদ ও শত্রুতাই বৃদ্ধি করে থাকে। আমরা হয়ত জগতকে জয় করতে পারি, কিন্তু তার জন্য আমাদের নিকটতম ব্যক্তিদের হারাতে হয়। সত্য হল, সততা হয়ত সর্বদা শ্রেষ্ঠ পন্থা না-ও হতে পারে; কিন্তু অসাধুতা সর্বদাই শোচনীয় পন্থা, এমনকী

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যখন তার দ্বারা সাফল্য পর্যন্ত আসে। আসুন, আদি ২৯ অধ্যায় থেকে বিশ্বাসে অপরিপক্ক যাকোবের আচরণকে উপলব্ধি করি।

ক। রাহেলের সঙ্গে যাকোবের সাক্ষাত: আদিপুস্তক ২৯ অধ্যায় এমন কথা বলে শুরু হয়েছে, ***"পরে যাকোব চরণ তুলে পূর্বদিকের বংশীয়দের দেশে গমন করলেন।"*** এই কথার অর্থ, বেথেলে ঈশ্বরের দেওয়া দর্শন ও আশীর্বাদের দ্বারা শক্তি পূর্ণ হয়ে যাকোব তার যাত্রা শুরু করল। কিন্তু প্রশ্ন হল, যাকোব কতদিন সেই আশীর্বাদকে স্মরণ করে তার জীবন যাপন করবে? যাইহোক, সেই দর্শনে, ঈশ্বর যাকোবের সহবর্তী থাকবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছিলেন, তাই যাকোব নিরাপদে পদ্দন-অরামে পৌঁছেছিল, এবং সেই কূপের সন্ধান পেয়েছিল, যার চারদিকে মেষপালকেরা তাদের মেষপাল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কেবল তা-ই নয়, সেই মেষপালকেরা ছিল যাকোবের মামা লাবনের অতি পরিচিত। আবার যাকোব যখন তার মামার মঙ্গল সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল, তাখন তারা তাকে যে উত্তর দিয়েছিল, তা হল, ***"মঙ্গল; দেখ, তাঁর কন্যা রাহেল মেষপাল নিয়ে আসছে"*** (৬ পদ)।

এখন কূপের ধারে এই দৃশ্য দেখে, যাকোব নিশ্চয়ই তার পিতা-মাতার বিবাহ সম্বন্ধে যে কাহিনী শুনেছিল, তা স্মরণ করেছিল। ধরা যেতে পারে, যাকোবের মা যাকোবকে সেই কাহিনী শুনিয়েছিল, অর্থাৎ কূপের ধারে অব্রাহামের দাসের সঙ্গে রিবিকার কীভাবে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল (আদি ২৪ অধ্যায়)। মায়ের মুখে শোনা সেই কাহিনীর অনুকরণে, যাকোব রাহেলকে দেখতে পেল, যে মেষপাল নিয়ে কূপের কাছে উপস্থিত হল (৯ পদ)। প্রথম সাক্ষাতেই যাকোব রাহেলের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে, রাহেলকে ভালোবেসেছিল। তাই, সেই ভালোবাসার শক্তিতে যাকোব সেদিন একা সেই কাজ করেছিল, যা করতে একাধিক মেষপালকের প্রয়োজন হত (৩, ৮, ১০)। আর সেই কাজটি হল, কূপের মুখের সেই বৃহৎ প্রস্তর সরিয়ে মেষদের জলপানের ব্যবস্থা করা ও লাবনের মেষপালকে জল পান করানো। ১১ পদে আরও বলা হয়েছে, ***"পরে যাকোব রাহেলকে চুম্বন করে উচ্চৈস্বরে রোদন করতে লাগলেন।"*** এইভাবে, লাবনের **মেষপালকে** জলপান করানোর দ্বারা এবং **রাহেলকে** চুম্বন করার দ্বারা আমাদের যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তা হল, আগামী দিনে যাকোব লাবনের কাছ থেকে এই দুটি বিষয় চুরি করতে চলেছে।

তার এই কাজের দ্বারা যাকোব মেষপালক হিসাবে নিজের পর্যাপ্ত সামর্থকে তুলে ধরেছে। এখন, এষৌর তুলনায় যদিও যাকোব ছিল ঘর-কুনো, ক্ষেত থেকে শিবিরকেই সে বেশি ভালোবাসত (২৫:২৭), তথাপি যাকোব আত্মবিশ্বাসহীন অকেজো ছিল না। যাকোব আরও জানত, দিনের যে সময় তার সঙ্গে সেই সমস্ত মেষপালকের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তা ভারাটে মেষপালকদের ন্যায় কাজে ফাঁকি দিয়ে কূপের ধারে বিশ্রাম নেবার সময় ছিল না, কিন্তু মেষদের ঘাস খাওয়ানোর সময় ছিল (৭ পদ)।

এরপর ৯ পদে, রাহেলকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ***"এমন সময় রাহেল পিতার মেষপাল নিয়ে উপস্থিত হলেন, কারণ তিনি মেষপালিকা ছিলেন।"*** সমগ্র বাইবেলে আমরা মেষপালিকা হিসাবে একমাত্র রাহেলকেই দেখতে পাই। সেই সময় মেষদের চরানোর কাজ ছিল খুব কঠিন কাজ, তাই সাধারণ ভাবে, এই কাজে মেয়েদেরকে দেখা যেত না। মেষপালকের কাজ কত কঠিন ছিল, তা আমরা ৩১:৩৮-৪০ পদে লাবনের প্রতি যাকোবের কথা থেকে দেখতে পাই।

এখানে, ২৪ অধ্যায়ে রিবিকার আচরণের সঙ্গে ২৯ অধ্যায়ে রাহেলের আচরণকে তুলনা করা যেতে পারে। কূপের ধারে দু'জনের সঙ্গেই এই ধরণের যে সাক্ষাৎ ঘটেছিল, তা পরবর্তীকালে তাঁদের বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়েছিল। নিঃসন্দেহে তাঁরা দু'জনেই খুব সুন্দরী ছিলেন (২৪:১৬; ২৯:১৭)। কিন্তু কেবল রিবিকার সৌন্দর্য দেখে, অব্রাহামের দাস ঈশ্বরের পরিচালনা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেনি। রিবিকার সৌন্দর্য দেখার পরও, চারিত্রিক মূল্যায়নের যে পরীক্ষা সে সেদিন ঈশ্বরের সামনে রেখেছিল, তাতে রিবিকা যতক্ষণ পর্যন্ত না উত্তীর্ণ হয়েছিল, ততক্ষণ সে অপেক্ষা করেছিল। রিবিকা যখন কেবল তাকে নয়, কিন্তু তার সঙ্গে আনা উটদেরও জলপান করিয়ে ছিল, তখন অব্রাহামের দাস এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিল যে,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ইস্হাকের স্ত্রী হবার জন্য ঈশ্বর রিবিকাকেই মনোনীত করেছেন (২৪:২১)। এ বিষয়ে অব্রাহামের দাসের প্রতিটি কাজ ছিল প্রার্থনাপূর্ণ ও সদাপ্রভুর নামে।

কিন্তু এখানে আমরা যদিও যাকোবকে তার শাক্তির পক্ষে সাক্ষ্য রাখতে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু রাহেলের সৌন্দর্য ছাড়া যাকোব রাহেলের বিষয় কিছুই জানত না। কেবল রাহেলের সৌন্দর্য দেখেই যাকোব রাহেলকে ভালোবেসেছিল এবং তার বিবাহের উপযুক্ত পাত্রী জ্ঞান করেছিল (১৮ পদ)। হিতোপদেশ ৩১:৩০ পদে, আমাদের এমন কথা বলা হয়েছে, ***"লাবণ্য মিথ্যা, সৌন্দর্য অসার, কিন্তু যে স্ত্রী সদাপ্রভুকে ভয় করেন, তিনিই প্রশংসনীয়।"*** যাকোব কিন্তু রাহেলের মধ্যে সৌন্দর্য ছাড়া আর কোনও বিষয়ের খোঁজ করেনি। রাহেল নয়, কিন্তু যাকোবই নিজে মেষদের জলপান করিয়েছে। নিজের বিবাহের পাত্রীকে পছন্দ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে, যাকোব একবারও প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের পরিচালনা যাচনা করেনি। রাহেল ছিল যাকোবের পছন্দ, আর তাকে লাভ করতে যাকোব ঈশ্বরের অনুগ্রহের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভাবে নিজের কাজের উপর আস্থা রেখেছিল।

খ। লাবনের সঙ্গে যাকোবের সাক্ষাত: কিন্তু কেবল রিবিকার সঙ্গে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে নয়, লাবনের সঙ্গে সাক্ষাতেও আমরা যাকোবের আচরণের সঙ্গে অব্রাহামের দাসের আচরণকে তুলনা করতে পারি। ২৪ অধ্যায়ে, অব্রাহামের দাস যখন লাবনের সঙ্গে দেখা করেছিল, তখন সে বারংবার সদাপ্রভুর নাম উল্লেখ করেছিল, তার মালিকের (অব্রাহামের) আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্য সে ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিল, তার মালিকের সমস্ত সম্পত্তিকে সে সদাপ্রভু-দত্ত উপহার হিসাবে বর্ণনা করেছিল, এবং সে স্বীকার করেছিল যে, সদাপ্রভুর পরিচালনাই তাকে লাবন ও রেবেকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়েছে। অর্থাৎ, অব্রাহামের দাস তার চারপাশের মানুষদের ঈশ্বর-কেন্দ্রিক করেছিল। অব্রাহামের দাসের মুখ থেকে সেই সমস্ত কথা শুনে বথূয়েল ও লাবন এমন উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিল, ***"সদাপ্রভু থেকে এই ঘটনা হল, আমরা ভালো মন্দ কিছুই বলতে পারি না। ঐ দেখুন, রিবিকা আপনার সামনে আছে, ওকে নিয়ে ফিরে যান; এ আপনার কর্তার পুত্রের স্ত্রী হোক, যেমন সদাপ্রভু বলেছেন"*** (২৪:৫০-৫১)।

অন্যদিকে, আমরা যাকোবকে প্রায় একই পরিস্থিতিতে দেখতে পাই, সে লাবনকে উক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করল (১৩ পদ)। সেই বৃত্তান্তে যাকোব লাবনকে কী কী বিষয় জানিয়েছিল, তা আমাদের বলা হয়নি। যাকোব কি জ্যেষ্ঠাধিকার চুরি করার কথা লাবনকে বলেছিল? মনে হয় না। যাইহোক, লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, অব্রাহামের দাস যখন তার কথায় কথায় সদাপ্রভুর নাম উল্লেখ করেছে, যাকোব কিন্তু একবারের জন্যও তা করেনি। ফলস্বরূপ, লাবনও একবারের জন্য সদাপ্রভুকে স্মরণ করেনি। অন্যদিকে, সদাপ্রভুর সরাসরি হস্তক্ষেপ উপলব্ধি করে, ইস্হাকের স্ত্রী হবার জন্য তারা যদিও রিবিকাকে নির্দ্বিধায় ও বিশ্বাসে দান করেছিল; কিন্তু রাহেলের বিষয় লাবন যাকোবের সঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক লেনদেনে উপনীত হয়েছিল। সেই লেনদেন হল: রাহেলকে বিবাহ করার জন্য যাকোবকে ৭ বৎসর লাবনের দাস্যকর্ম করতে হবে।

হয়ত, যাকোব নিজের নিঃস্ব পরিস্থিতি দেখে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ দাবি করার বিশ্বাস বা সাহস দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু তার পিতার আশীর্বাদকে ভিত্তি করে ও বেথেলে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে ভিত্তি করে যাকোব লাবনের কাছে নিজেকে অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার বাহক হিসাবে পরিচয় দিতে পারত। প্রতিজ্ঞাত দেশে ফিরে গিয়ে ঈশ্বরের গৌরবার্থে আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার জন্য যাকোব লাবনের কাছে রাহেলকে চাইতে পারত। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও বিশ্বাসের মাধ্যমে যাকোব কে, তা যদি সে গ্রহণ করত, তাহলে ঘটনা প্রবাহ অন্য দিকে মোড় নিত। কিন্তু যাকোব বেথেলের আলোকে জীবন যাপন করার পরিবর্তে, জগতের পথে তার জীবন যাপন করতে মনস্থ করেছিল, যার জন্য সে মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছিল।

গ। অনাথের ন্যায় জীবন যাপন: আমরা যখন যাকোবের এমন অবিশ্বাসের আচরণের সমালোচনা করি, তখন যেন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরাও বারংবার যাকোবকেই অনুকরণ করে থাকি। আমরা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

জানি, আমাদের একজন স্বর্গীয় পিতা আছেন, সৃষ্টির কিছুই যাঁর থেকে আমাদের পৃথক করতে পারে না। তথাপি, আমরা এমন জীবন যাপন করি যে, আমাদের দেখে মনে হয়, আমরা অনাথ; আমাদের জীবনে সমস্ত উত্তম বিষয়ের জন্য নিজেদের শাক্তির উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। কেবল তা-ই নয়, খ্রীস্ট আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয়ে (ইব্রীয় ২:১১, অনুগ্রহ সিংহাসনের সামনে আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করে চলেছেন (রোমীয় ৮:৩৪)। তথাপি, আমরা যখন সামান্য সমস্যার মুখোমুখি হই, তখন নিজেদেরকে ঈশ্বর-পরিত্যক্ত জ্ঞান করি। কেবল তাই-ই নয়, বিশ্বাসী আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা বাস করেন, যিনি আমাদের দুর্বলতার সময় অব্যক্ত আর্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন (রোমীয় ৮:২৬)। তথাপি, আমরা প্রার্থনার হাল ছেড়ে দিয়ে থাকি। যাকোবের মতো আমরাও ভুলে যাই, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা কে: রাজার সন্তান এবং তাঁর রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

আমরা আমাদের বাস্তব পরিস্থিতিকে স্মরণ করতে পারি। কোন্ কোন্ বিষয়ে আমরা নিরাশাগ্রস্ত? কোনও বিষয়ে আমরা যদি নিরাশাগ্রস্ত হয়ে থাকি, তবে তার অর্থ, আমরা ঐ সমস্ত বিষয়ে কেবল নিজেদের অক্ষমতাকে দেখছি, ঈশ্বরের সাহয্যকে দূরে সরিয়ে রাখছি। না-কি, আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষমতায় এতখানি আস্থা রাখি যে, আগামী সমস্ত জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলায় নিজেদের যথেষ্ট জ্ঞান করি? তা যদি সত্যি হয়, তাহলে বুঝতে হবে, আমরা ঈশ্বরকে আমাদের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি?

যাকোবের ন্যায় এমন মিথ্যা আত্ম-নির্ভরতা আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। এমনকী আমাদের ভক্তিমূলক জীবনেও *(devotional life)* তা কাজ করতে পারে। আমরা অনেক সময়, বাইবেল পাঠের নির্দিষ্ট দিনপঞ্জী তৈরী করতে এত বেশি জোর দিই যে, তাঁর বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে কথা বলতে দিতে আমাদের তেমন আগ্রহ থাকে না; কিংবা প্রার্থনায় সঠিক শব্দ ব্যবহারের বিষয় এত বেশি জোর দিই যে প্রার্থনার সময় তাঁর সান্নিধ্যের মাধ্যমে শক্তি লাভে আমাদের আগ্রহ থাকে না। সহজ কথায়, আমরা আমাদের নিজেদের শক্তিতে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে চেষ্টা করি। আমাদের ছেলেমেয়েদের ঈশ্বরের উদ্দেশে মানুষ করার ক্ষেত্রেও আমরা অনেক পরিকল্পনা নিই, কিন্তু ভুলে যাই যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের শত চেষ্টা তাদের এক একজনকে কেবল ফরীশী তৈরী করে। একই ভাবে, আমাদের মণ্ডলীতেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া শত সহস্র মণ্ডলী-বৃদ্ধির কৌশলের কোনও মূল্য নেই।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, পরিকল্পনা করা, সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করা, কিংবা কঠোর পরিশ্রম করার কোনও মূল্য নেই। কিন্তু আমাদের মাধ্যমে ঈশ্বর যদি নিজেকে গৌরবান্বিত করতে ইচ্ছা না করেন, আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবে, এবং নিজেদেরকে উত্তমতম তৈরী করার মানসিক চাপ আমাদের ধ্বংস করবে। বেথেলে যাকোব ঈশ্বরের কাছ থেকে যে সুসমাচার শুনেছিল, আমাদের প্রয়োজন আছে, তা বারংবার স্মরণ করা: ঈশ্বর আমাদের সহবর্তী এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি কখনও আমাদের ছাড়বেন না, পরিত্যাগ করবেন না (ইব্রীয় ১৩:৫; ২বিবরণ ৩১:৬, ৮)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com